॥ ফিল্ম এন্টার প্রাইজাসের প্রথম নিবেদন ॥

॥ পরিবেশক ॥

তাপস্ ফিল্মস্ প্রাইভেট লিঃ

কাহিনী

মাঝ-রাতে হঠাৎ উৎপলের ঘুম ভেঙ্গে গেল—বিছানা থেকে উঠে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে শোনে, খড়ম পায়ে কে তাদের ঘরের দিকে এগিয়ে আসছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে, ছোট ভাই কমল ভয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে। উৎপলের বয়স বারোর কাছাকাছি, কমল পাঁচ-ছ বছরের শিশু, মাথার ওপর এক জ্ঞাতি কাকা ছাড়া আর কেউ নেই। খড়মের শব্দ দরজার কাছে এসে থামে। দাদাকে জড়িয়ে ধরে কমল অস্ফুট কণ্ঠে বলে, ভয় করছে।

উৎপল শিশু ভাইকে সাহস দিয়ে বলে, ভয় কি! আমি তো আছি।

কিন্তু ভয় সশরীরে এসে দাঁড়ায়,—জটাই কাকা!

—এখনো ঘুমোসনি? কাল সকাল সকাল উঠতে হবে···ভাল কথা, সে পুঁটলীটা কোথায়? আমার কাছে রেখে দে···মামার বাড়ি থেকে ফিরে এলে আবার দেবো।

সেই পুঁটলীতে ছিল উৎপলের যথাসর্বস্ব, তাদের জমি-জমা, বাড়ির দলিল। সেই বয়সেই উৎপল বুঝেছিল, কেন সেই পুঁটলীর জন্যে জটাই-কাকার দুর্ভাবনার অন্ত নেই।

পুঁটলীটা বার করে এনে জটাই কাকার হাতে দেয়, ওতে যা আছে, আমি তা চাই না। সেই কিশোর বালকের নির্ভীক ভঙ্গী দেখে জটাই ক্ষেপে ওঠে, কিন্তু নিজেকে সামলে

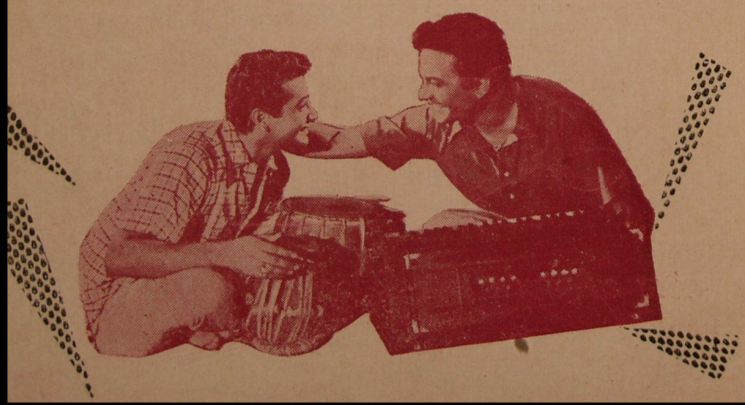

নিয়ে—পুঁটলীটি হস্তগত করে চলে যায়। ভীতকণ্ঠে কমল জিজ্ঞাসা করে, কাল কোথায় যাব দাদা?

—মামার বাড়ি।

পরের দিন ভোর না হতেই দু'ভাইকে নিয়ে জটাই কলকাতায় আসে, এবং কিছুক্ষণ পরেই উৎপল বুঝতে পারে অপরিচিত লোকের বাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে জটাই পালিয়েছে। চোরের মার খেয়ে, উৎপল শিশু ভাই-এর হাত ধরে এই অপরিচিত নির্মম শহরে দিশাহারা হয়ে পড়ে। ভয়ে কমল যত শুকিয়ে যায়, উৎপল তত আশ্বাস দেয়, তোর ভয় কি, আমি তো আছি। রাত্রি নেমে আসে, কোথাও আশ্রয় মেলে না। ক্ষুধায় আর ক্লান্তিতে শিশু কমল আর হাঁটতে পারে না। উৎপল তার অবসন্ন দেহকে পিঠে তুলে নেয়। নিজের ক্লান্তি ভুলে, ছোট ভাইকে আশ্বাস দেয়, আমি আছি, তোর কোন ভয় নেই।

সেইদিন কিশোর উৎপল পণ করেছিল, যেমন করে হোক কমলকে সে মানুষ করে তুলবে। সেই তার জীবনের একমাত্র ব্রত!

হাতে-কলমে কাজ শিখতে শিখতে উৎপল আজ তার কারখানার একজন সেরা কর্মী হয়েছে। কমলের জন্যে সে নিজে বেশী লেখাপড়া শিখতে পারেনি—তার কোন ডিগ্রী ছিল না—থাকলে আজ সে তার কোম্পানির সেরা এঞ্জিনিয়ার হতে পারতো। কিন্তু তার জন্যে উৎপলের কোন ক্ষোভ নেই, সে যা হতে পারেনি, কমল তাই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছেলে করে সে কমলকে গড়ে তুলবে, তার অসম্পূর্ণতা কমলের ভেতর দিয়ে পূর্ণ হবে—তাই অষ্টপ্রহর সে তার সব স্নেহ দিয়ে বেড়ার মতন বাইরের সংস্পর্শ থেকে কমলকে আগলে চলে। তাই কমলের সে শুধু অভিভাবক নয়, তার বন্ধু, তার খেলার সাথী, তার গানের সঙ্গী।

তাই বাইরের সংস্পর্শ থেকে কমলকে সে বাঁচিয়ে রাখতে চায়, উৎপল নিজেকেও বাইরের সংস্রব থেকে সরিয়ে আনে। তরুণীরা তার সঙ্গ-লাভের জন্যে যতটা উৎসুক হয়, বাইরের কপট গাম্ভীর্যে সে ততই তাদের কাছ থেকে সরে আসে।

দাদার এই কমপ্লেক্স্‌কে কমল তীব্রভাবে আঘাত করতে চেষ্টা করে, নানা উপায়ে দাদাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে তাদের এই দুজনের জগৎ কখনই সম্পূর্ণ হবে না—যদি তাতে তৃতীয় আর একটি প্রাণীকে না অন্তর্ভুক্ত করা হয়—এবং সেই তৃতীয় প্রাণীটিকে অবশ্যই হতে হবে নারী। উৎপল গম্ভীর ভাবে কমলকে বোঝায়, এই দুজনের মাঝখানে নারী এলেই এ জগৎ ভেঙে যাবে।

কমল বলে, এ তোমার একান্ত ভুল ধারণা।

এই সময়ে তাদের ফ্ল্যাটের আর এক অংশে নিবারণবাবুর ভাগ্নী সবিতা এলো।

যেদিন সবিতা এই বাড়িতে এসেছিল, সেই দিনই ঢুকবার মুখে সিঁড়িতে দু-ভায়ের সঙ্গে তার সংঘর্ষ লাগে।

উৎপল মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চলে যায়।

সবিতাও বুঝলো লোকটি শুধু অভদ্র নয়, দাম্ভিক।

শুধু কমলের মনে কে যেন বলে উঠলো, তোমার দাদার বৈরাগ্যের দর্প চূর্ণ করবার জন্যে যে-নারীর সন্ধান করছ, এই সে নারী।

কমল উৎপলের অসাক্ষাতে সবিতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে।

উৎপল ভুল বোঝে, আতঙ্কিত হয়ে ওঠে—একদিন সবিতার মুখের ওপর সে জানিয়ে দেয়, কমলের ঘরে আড্ডা দেওয়া চলবে না।

কমল ক্ষুব্ধ হয়।

ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে এখন দু'ভায়ের প্রায়ই ঝগড়া বাধে।

সবিতা রান্নাঘরের পেছন দরজা দিয়ে সংসারের গিন্নী কেষ্টর কাছ থেকে সব খবর সংগ্রহ করে। কোথায় তার কুমারী চিত্তে এক সংগোপন দুরাকাঙ্খা জেগে ওঠে—উৎপলের ভুল সে ভাঙবে। সুযোগ বুঝে কৌশলে সে কমলের চিত্ত জয় করে।

দাদার সঙ্গে একক সংগ্রামে একজন সহায় পেয়ে কমল ক্রমশঃ দুঃসাহসী হয়ে ওঠে।

উৎপল ভীতচিত্তে লক্ষ্য করে, কমল তার কাছ থেকে ক্রমশঃ সরে যাচ্ছে।

কমলের যৌবন-উচ্ছল মন ছোট্ট ঘরের মধ্যে স্বচ্ছন্দ বিহারের আনন্দ পায় না। বাইরে রাজনীতিতে আজ নব-জীবনের স্পন্দন, কমলের মন তাতে সাড়া দিয়ে ওঠে। দাদাকে লুকিয়ে সে রাজনৈতিক দলে যোগদান করে।

প্রচণ্ড বেদনায় একদিন উৎপল জানলো, কমল তার কাছে মিথ্যা বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয়—এবং একদিন সেই মিথ্যার আসল চেহারা উৎপলের কাছে ধরা পড়লো। দু'ভায়ের মধ্যে বিরোধের পাঁচিল নিঃশব্দে উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো।

একদিন নিদ্রাহীন রাতে কমলের ঘরে ঢুকে ঘুম থেকে কমলকে টেনে তোলবার জন্যে কমলের চুল ধরে টানতে গিয়ে দেখে কমলের বিছানায় শুয়ে অপরিচিতা এক তরুণী—মাধুরী।

উৎপলের ভেতরে দাবাগ্নি জ্বলে উঠলো—তার সমস্ত অন্তর কেঁদে উঠলো, সে হেরে গিয়েছে। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো মাধুরীর ওপর। এতদিন যা ছিল প্রতিবাদ—আজ তা নিলো স্পষ্ট বিদ্রোহের চেহারা। উৎপলের মুখের ওপর কমল জানিয়ে দেয়, যে যুগে সে জন্মগ্রহণ করেছে তার প্রভাবকে অস্বীকার করে সে আত্মহত্যা করতে চায় না—তার নিজের মতন করে জীবনকে জানবার,বোঝবার অধিকার তার আছে।

চরম বেদনার এক মুহূর্তে উৎপল কমলকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়। কমলের মুখের সামনে ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়।

উৎপলের আশ্রয় ছেড়ে কমল বাইরের জগতে বেরিয়ে পড়ে।

সেই বাইরের জগতের তরঙ্গে উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে দু'ভাই আবার একদিন পরস্পর পরস্পরের বুকে কি ক'রে ফিরে এসেছিল, সেই হল ছবির প্রতিপাদ্য বিষয়।

সে অংশের কাহিনী ছবি বলবে।

সাথী

(এক)

তারে বলে দিও সে যেন আসে না
আমার ঘরে,
ঐ গুণ গুণ সুরে মন হাসেনা,
তারে বলে দিও।
ঐ ফুলমালা দিল শুধু জ্বালা,
ধুলায় সে ঝরে যাক্ না,
এই ভাঙ্গা বাঁশী ভোলে যদি হাসি
ব্যথায় সে থাক্ ভ'রে থাক্না ॥
জানি ফাগুন আমায় ভালবাসে না,
তারে ব'লে দিও সে যেন আসেনা।
তারে বলে দিও মন কেন হাসেনা।
নেই আলো চাঁদে যেন রাত কাঁদে
এ আঁধার শেষ তবু হয় না,
যায় প্রেম সরে ফাঁকি দেয় মোরে
হায় স্বপ্নে আঁখি আর ভাসে না ॥

(দুই)

ওগো যা পেয়েছি সেইটুকুতে খুসি আমার মন,
কেন একলা ব'সে হিসেব করে নিজেরে আর
কাঁদাই অকারণ।
চৈত্র বেলায় ঝরাপাতার কান্না যখন শুনি,
কেন যাইগো ভুলে জীবনে মোর ছিলসে ফাল্গুনী
হাসি আমার চোখের জলে মিছেই কেন
দেব বিসর্জ্জন।
ঘট ভরিতে পিছল ঘাটে না আসে কেউ যদি,
তবু চলার পথে যায় কি থেমে নদী।
নিভে যাওয়া প্রদীপে মোর নাই বা
পেলাম আলো ;
আসেই যদি আঁধার ঘিরে
সেই ত' তবু ভালো—
আমি ভাগ্য বলেই নেব মেনে চিরদিনই
ব্যথার আলিঙ্গন।

(তিন)

আমার জীবনের এত খুসী এত হাসি
কোথা গেল,
ফুলের বুকে সেই অলির বাঁশি
কোথায় গেল।
হায় স্বপ্নভরা সেই গান,
আজ কেন হ'ল অবসান
সেই দুটি কথা, 'ভালবাসি'
আজ কোথায় গেল।
এই না পাওয়ার ব্যথাভরা তিথিতে।
মন আমার ভ'রে আছে স্মৃতিতে।
হায় বাসর ভরা সেই ফুল,
হ'ল কাঁটার আঘাতে যেন ভুল—
মিলন মালার সেই বকুল রাশি
আজ কোথায় গেল ॥

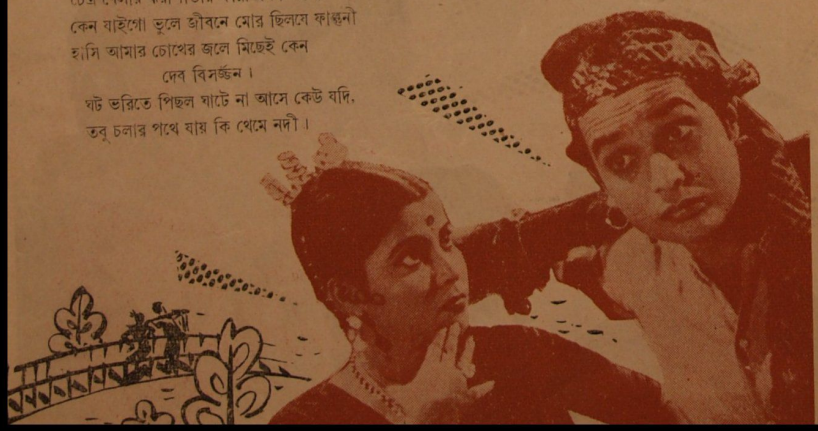

(চার)

গাঙে ঢেউ খেলে যায়,
ও কণ্যা মাছ ধরিতে আয়—
জাল ফেলিতে ডুবে যেন মরিস না ॥
কথা বলিসনারে তুই,
ধরবো মিরগেল, চিতোল, রুই,
জাল ফেলিতে জালাতন আর করিস না ॥
ভরা গাঙ্গের জলে,
তোর রূপের দেমাক ঝলে ॥
চাসনা কি মাছ ধরি,
ছি ছি লাজে মরি—
জাল যদি না ফেলি এখন
পাবনা আর মাছ ॥
হায় মানেনা ত' মন,
কণ্যা আমার কথা শোন্
রুই কাতলা মিছেই ও জাল ভরিস না ॥
সারাটি দিন ধ'রে,
নেব এ জাল ভরে।
কি লাভ তাতে বল,
কন্যা ঘরে ফিরে চল।
ডাঙ্গায় আছে মাতব্বরাঙ্গা এক
মহাজন তার নাম,
মোদের এই যে মাথার ঘাম—
বল কি আছে তার দাম,
তাই ত' বলি মিছেইরে মাছ ধরিসনা ॥

॥ রূপায়ণে ॥

উত্তমকুমার, সাবিত্রী চ্যাটার্জি,
বিশ্বজিত, সুলতা চৌধুরী

জীবেন বসু, তরুণকুমার, তুলসী চক্রবর্ত্তী, শীতল ব্যানার্জি, ক্ষিরোদ মুখার্জি, প্রফুল্ল মুখার্জি, অজিত চ্যাটার্জি, জয়নারায়ণ মুখার্জি, খগেন পাঠক, শিশির চক্রবর্ত্তী, শৈলেন মুখার্জি, প্রসান্ত, চন্দন রায়, সরিৎ ব্যানার্জি, অমর বসু, সুশীল ভট্টাচার্য্য, গুরুদয়াল সিং, এন লাল, নির্মল সরকার, পরিমল সরকার, ভ্যাবল, পরেশ, লাবণ্য, মাণিক দত্ত, রবীন ব্যানার্জি, রঞ্জিত বসু, দাশরথি দাস, সত্যেন রায় চৌধুরী, রাণা চৌধুরী, মনোতোষ রায়,
তরুণ গুপ্ত, শঙ্কর, মাঃ তিলক ও মাঃ তরুণ
রমা, সুচন্দ্রা, গীতালী, মনিকা, শিখা, নমিতা, সুতপা ও কৃষ্ণা

ফিল্ম এনটারপ্রাইজার্সের
প্রথম নিবেদন

দুই ভাই

কাহিনী ও চিত্রনাট্য ॥ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

সংগীত পরিচালনায় ॥ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

পরিচালনায় ॥ সুধীর মুখার্জি

প্রধান সহকারী পরিচালনা : বিনু বর্দ্ধন ॥ গীতিকার : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥ আলোকচিত্রশিল্পী বিভূতি চক্রবর্ত্তী ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি ও রবীন সেন ॥ শব্দযন্ত্রী ও পুনঃশব্দযোজনা : মৃনাল গুহঠাকুরতা ॥ শিল্প নির্দেশনা : সত্যেন রায় চৌধুরী ॥ ব্যবস্থাপনা : মানিক দত্ত ॥ রূপসজ্জা : শক্তি সেন ॥ স্থির চিত্র : পিক্‌স ষ্টুডিও ॥ সাজসজ্জা : দাশরথি দাস ॥ আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল ও সুবাস ঘোষ ॥ রসায়নাধ্যক্ষ্য : কৃষ্ণকিঙ্কর মুখার্জি ও গৌরীপ্রসন্ন মুখার্জি ॥ যন্ত্রসংগীত : সুর ও শ্রী অর্কেষ্ট্রা ॥ পটশিল্প : কবি দাসগুপ্ত ॥ নৃত্য পরিচালনা : শচীনশঙ্কর(বম্বে) ॥প্রচার পরিচালনা : বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ সহকারী বৃন্দ ॥

পরিচালনায় : রবীন ব্যানার্জি, সরিৎ ব্যানার্জি ও ব্রজেন ব্যানার্জি ॥ আলোক চিত্র-শিল্পে : তরুণ গুপ্ত, সুখেন্দুনাথ দাশগুপ্ত ও অম্বু্য চৌধুরী ॥ শব্দযন্ত্রী : রবীন সেনগুপ্ত, মনোতোষ রায় ও বাবাজী ॥ সংগীত পরিচালনায় : সমরেশ রায় ॥ রূপসজ্জায় : পাঁচু দাস ॥ ব্যবস্থাপনায় : অরুণ দাস, শঙ্কর দাস, নেপা, নেপু ও পবিত্র ॥ শিল্প নির্দেশনায় : সুবোধ দাস, ছেদীলাল শর্ম্মা ও বজ্রা মহান্ত ॥ পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য, পঞ্চানন মুখার্জি, হরিপদ পণ্ডিত ও চেমা ধর।

কণ্ঠ সঙ্গীতে : হেমন্তকুমার ও ইলা বোস

॥ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ॥

দি পপুলার ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড ॥ ন্যাশানাল এলয় এণ্ড মেটাল ওয়ার্কস লিমিটেড ॥
জয়কৃষ্ণ পান ॥ রঞ্জিত কুমার বোস ॥ মধুসূদন মজুমদার

টেকনিসিয়ান্স ও ফিল্মিস্তান (বম্বে) প্রাঃ লিঃ ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রেগৃহীত ও
বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ প্রাঃ লিঃ এ পরিস্ফুটিত
শ্যামসুন্দর ঘোষ কর্ত্তৃক ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজএ সংগীত গৃহীত,
ভূপেন ঘোষ কর্ত্তৃক বহির্দৃশ্য গ্রহণ।

পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীবিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অলঙ্করণে : শিল্পী নির্মল রায় ● মুদ্রণে : কিরণ প্রিন্টার্স, হাওড়া।